হ্লাদিনী-অংশপ্রধান সম্বিংশক্তি কান্তা, বৎসল, সখা, দাস এবং শান্ত ভক্তগণের হৃদয়রূপ আধারের সাদ্‌গুণ্যে কান্তা-প্রেমভক্তি, বৎসল-প্রেমভক্তি, দাস্য-প্রেমভক্তি ও শান্ত-প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হইয়া যে শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতে সম এবং দ্বেষপ্রিয়তারহিত সেই শ্রীভগবানের হৃদয়কে বিশেষরূপে বিগলিত করিয়া ভক্তপক্ষপাতী করিয়া দিবার সামর্থ্য লাভ করে। এই বিশেষ শক্তিটি দৈন্যসম্বন্ধে অধিকভাবে উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। যেস্থানে যতটা পরিমাণে দৈন্যের আধিক্য প্রকাশ পায়, সেস্থানে ভক্তিরও ততটা পরিমাণে দৈন্যের আধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। দৈন্যই ভক্তির মাপকাঠি, দৈন্যের দ্বারাই ভক্তির ন্যূনাধিক্য পরিচয় করিতে পারা যায়। অতএব শ্রীভগবানের যে কৃপা সাধুগণে বিদ্যমান আছে, সেই শ্রীভগবৎকৃপাই সংসঙ্গবাহিনী হইয়াই হউক্ অথবা সৎকৃপাবাহিনী হইয়াও হউক্, ভগবদ্‌বর্হিমুখ জনগণে সংক্রামিত হইয়া থাকে; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ভগবৎকৃপা বর্হিমুখ জীবের প্রতি সঙ্গতা হয়েন না। সাধারণ দেবতাই বাহন ভিন্ন চলে না, আর সর্ব্বশক্তি চূড়ামণি শ্রীভগবৎকৃপা বাহন ছাড়া চলিবেন কেন? তাই সাধুসঙ্গরূপ বাহনেই হউক্, অথবা সাধুকল্যাণরূপ বাহনেই হউক্—শ্রীভগবৎ কৃপা জীবের প্রতি আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ কংসকারাগারে শ্রীদেবকীদেবীর হৃদয়-গগণে উদিত শ্রীকৃষ্ণ নবজলধরকে লক্ষ্য করিয়া যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে এইপ্রকার অভিপ্রায়ই দেখা যায়—

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥

হে দ্যুমন্! স্বপ্রকাশ, আপনার চরণকমললক্ষণা যে তরণী সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার উপায়, সেই তরণীখানি সংসার-সাগরের পারে রাখিয়া ভবিষ্যৎকালে আসিবে যে সকল জীব, তাহাদের নিকটে সেই তোমার চরণকমলের সাধনভক্তিরূপ তরণীখানি প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ সাধন-ভক্তিসম্প্রদায় জগৎমধ্যে প্রচার করিয়া মায়া উত্তীর্ণ হইয়া নিজ অভীষ্ট ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন। ইহাতে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে— শ্রীভগবানই কেন স্বয়ং নিজ চরণকমলের সাধনভক্তি প্রকাশ করেন না? আর কেনই বা সেই সকল সাধু-সজ্জনের অপেক্ষা করেন, অর্থাৎ তাঁহারাই বহির্জগতে সাধন-ভক্তির সংবাদ প্রকাশ করিবে বলিয়া অপেক্ষা করেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"সদনুগ্রহো ভবান্" অর্থাৎ সাধুগণকে দ্বার করিয়া অন্যসকল জীবগণকে অনুগ্রহ করেন বলিয়া শ্রীভগবানের একটি নাম "সদনুগ্রহ" অথবা সাধুগণই যাঁহার অনুগ্রহ, অর্থাৎ সাধুগণই